



148053 - কোন প্রকার গান-বাজনা বা হারাম কাজে লিপ্ত না হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জন্মবার্ষিকী পালন করার হুকুম কি?

প্রশ্ন

আমার প্রশ্ন হচ্ছে- স্পনে মলিদুননী বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জন্মবার্ষিকী পালন করা প্রসঙ্গ। আমরা নমিনোকত উদ্দেশ্য এ উপলক্ষকে কাজে লাগই— একতাবদ্ধ থাকা, ভ্রাতৃত্ববোধে মজবুত করা, বাচ্চাদের একে অপরের সাথে পরিচিতি হওয়া, তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক তরী হওয়া, বাচ্চাদেরকে নিজ ধর্ম নিয়ে গঠিতবোধের উপদশে দেওয়া এবং কারনভিল ও ভ্যালনেটাইন ডে এর মত যসেব বধির্মীয় উৎসব বাচ্চাদের মনমগজকে বকিত করে দেয়ে সগেলো থেকে তাদেরকে হফোযত করা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সরিতগ্রন্থ লখেকগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদে করছেন। তবে তারা একমত যে, হজিরী ১১ সালের ১২ই রবিউল আউয়াল নবী সাল্লাল্লাহু এর মৃত্যু দবিস। অথচ সাধারণ মুসলমানরো এ দিনটিকে “ঈদে মলিদুননী” আখ্যায়তি করে এ দিনটি উদযাপন করে থাকে।

বসিতারতি জানতে [125690](#) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

দুই:

ইসলামী শরিয়তে “ঈদে মলিদুননী” বলে কোন কিছু নই। সাহাবায়ে করোম, তাবয়ীন কিংবা মুসলিমি উম্মাহর ইমামগণ এ ধরণে কোন দবিস জানতনে না; থাকতো তাঁরা এমন কোন দবিস উদযাপন করবনে। বরঞ্চ বাতনৌপন্থী কিছু মুখ বদিাতি এটি উদ্ভাবন করছে। পরবর্তীতে বশ্বিরে আনাচে-কানাচরে সাধারণ মুসলমানরো এ বদিাতটি পালন করে আসছে।

এ দিনটি উদযাপন করা যে বদিাত এ সম্পর্কে [10070](#) নং প্রশ্নোত্তরে বসিতারতি আলোচনা করা হয়েছে।

তনি:



সুন্যাহপ্রমৌ কছি কছি ভাই আছনে যারা তাদরে দেশে উদযাপতি এ অনুষ্ঠানাদরি দ্বারা প্রভাবতি হয়ছনে; তারা এ বদিআত থেকে বাঁচার জন্য নিজরে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে একত্রতি হন এবং এ উপলক্ষে বিশেষে খাবার রান্না করে সবাই মিলে একত্রে খান। এদের মধ্যে কটে কটে এ উদ্দেশ্যে নিজরে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকেও একত্রতি করেন। আবার কটে কটে অন্য লোকদেরকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সন্নাত (জীবনী) পড়া ও দ্বীনী আলোচনা পশে করার ব্যবস্থা করেন। বদিশে ও বধির্মীদের দেশে আপনারা একতাবদ্ধ থাকা ও দ্বীনী চিন্তনাকে উজ্জীবতি করার মত ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে যা করতে চাছনে সটো এ প্রকাররে পরযায়ভুক্ত।

বাস্তবতা হছছ- এ ভাল নিয়তগুলো এমনি সমাবেশগুলোকে শরয়ি বধিতা দবি না। বরং এগুলো গ্রহতি বদিআত; সটোই বলবৎ থাকবে। বরং আপনারা যদি উৎসব করতে চান তবে মুসলমানদের উৎসব হছছ- ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা এ দুইটি। যদি এর চয়ে বেশি উৎসব চান তবে জুমার দিনি আমাদরে সাপ্তাহিক ঈদ বা উৎসব। জুমার দিনি আপনারা জুমার নামাযে একত্রতি হতে পারনে এবং দ্বীনী চিন্তনা উজ্জীবতি করতে পারনে।

যদি আপনারা পক্ষে সটো সম্ভবপর না হয় তাহলে বছরে দিনরে সংখ্যা অনেকে; য়ে কোন সময় আপনারা সমবতে হতে পারনে; তবে বদিআতী ঈদকে উপলক্ষ করে নয়। বরং য়ে কোন বধি উপলক্ষে হতে পারে য়েমন- বয়রে অনুষ্ঠান কথিবা কোন ভোজ অনুষ্ঠান কথিবা কোন আককার অনুষ্ঠান কথিবা কোন ভাল কাজরে অভিনিন্দন জ্ঞাপনরে অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষগুলোর য়ে কোনটি আপনারা য়ে উদ্দেশ্যগুলোর কথা উল্লেখ করছনে- পারস্পারিক যোগাযোগ রাখা, একতাবদ্ধ থাকা, দ্বীনী মিজাজ ধরে রাখা সগুলো বাস্তবায়নরে জন্য হতে পারে।

মলিাদুননী উপলক্ষে এ জাতীয় নিয়ত নিয়ে সমবতে হওয়ার হুকুম সম্পর্কে আলমেগণরে কছি ফতোয়া নমিনরূপ:

১। ইমাম আবু হাফস তাজুদ্দিন আল-ফাকহিনি (রহঃ) নানা প্রকার মলিাদরে বর্ণনা দতি গয়ি বলেন: ক. ব্যক্তি তার নিজরে অর্থ খরচ করে তার পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মলিাদ পালন করা, এ সমাবেশকে শুধু খাবার গ্রহণরে মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, এছাড়া অন্য কোন গুনাহতে লিপ্ত না হওয়া। ইতপূর্বে আমরা য়ে বদিআতরে কথা উল্লেখ করছি এটাই হছছ সয়ে গ্রহতি ও ঘটতি বদিআত। কারণ পূর্ববর্তী কোন সলফে সালহীন, ইসলামরে ফকীহগণ, য়মানার সূর্য আলমেগণ এসব পালন করনেনি।[আল-মাওরদে ফি আমাললি মাওলদি, পৃষ্ঠা-৫]

২। ইবনুল হাজ্জ আল-মালকৌ (রহঃ) গান-বাজনা ও নারী-পুরুষরে অবাধ মলোমশো এ জাতীয় শরয়িত গ্রহতি কার্যাবলী মুক্ত মলিাদুননী পালনরে হুকুম সম্পর্কে বলেন: যদি এ থেকে মুক্ত হয়, শুধুমাত্র খাবাররে আয়োজন করা হয়, এর দ্বারা মলিাদ বা রাসূলরে জন্মদিনি পালনরে নিয়ত করা হয়, এ উদ্দেশ্যে বন্ধুমহলকে দাওয়াত করা হয় এবং ইতপূর্বে উল্লেখতি বিষয়াবলী থেকে মুক্ত হয় তদুপরি শুধু এ নিয়তরে কারণে এটি পালন করা বদিআত। কনেনা এটি পালন করা ইসলামী শরয়িতে একটি নতুন সংযোজন; যা পূর্ববর্তী সলফে সালহীন পালন করনেনি। সলফে সালহীন য়ে অবস্থায় ছিলনে সটো থেকে কোন কছি না



বাড়িয়ে তাদরে অনুসরণ করাই উত্তম; বরং অপরহির্য। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণ ও সুন্নাহর প্রতিসম্মান প্রদর্শনে তাঁরা ছিলেন সর্বাধিক আগ্রহী। এক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রবর্ততি সাব্যস্ত। তাঁদের কটে মলিাদ পালন করছেন মরমে জানা যায় না। আমরা হচ্ছি তাঁদের অনুগামী। যা কিছু তাদরে জন্য যথেষ্ট ছিল সটো পালন করা আমাদের জন্যেও যথেষ্ট। জ্ঞানগত ক্ষেত্রে ও আমলী ক্ষেত্রে তাঁদেরকেই অনুসরণ করতে হবে এটা জ্ঞাত বিষয়; যমেনট শাইখ ইমাম আবু তালবে আল-মাক্কী (রহঃ) তাঁর লখিতি গ্রন্থে উল্লেখ করছেন।[আল-মাদখাল, ২/১০]

৩। তনি আরও বলেন: কটে কটে এটি থেকে -অর্থাৎ হারাম কিছু শ্রবণ থেকে- বরিত থাকনে। এর বদলে সহি বুখারী কথিবা অন্য কিছু পড়ার মাধ্যমে মলিাদ পালন করনে। হাদসি পড়া বড় নকীর কাজ ও ইবাদত, হাদসি পড়ার মধ্যে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও অচলে বরকত; তবে এ পড়া যদি হয় শরয়িতসম্মত পদ্ধতি ও শর্ত মতোবকে; মলিাদ পালনের নয়িতে নয়। আপনি দেখেছেন না— নামায় সবচয়ে বড় নকীর কাজ; তা সত্ববেও কটে যদি শরয়িতের অনুমোদনহীন সময়ে নামায় আদায় করে সটো নন্দনীয় ও গ্রহতি। যদি নামায়ের ক্ষেত্রে এমন বধিান হয় তাহলে অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে কমন হবে?![আল-মাদখাল ২/২৫]

সারাংশ:

আপনারা যসেব উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করলনে- একতাবদ্ধ থাকা, উপদেশে ও দকিনরিদশেনা দয়ো ইত্যাদি উদ্দেশ্যের পরপ্রিক্ষেতিও এ ধরণের সমাবেশে করা আপনাদের জন্য জায়যে হবে না। এ উদ্দেশ্যগুলো আপনারা অন্য কোন সময় বাস্তবায়ন করতে পারনে। আপনারা বছরে যে কোন সময় সমাবেশে করতে পারনে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তনি যনে আপনাদেরকে ভাল কাজ করার তাওফকি দনে এবং আপনাদের জন্য হদোয়তে ও তাওফকিরে পরধি বাড়িয়ে দনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।